International Journal of Applied Research 2022; 8(8): 152-155

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(8): 152-155
www.allresearchjournal.com
Received: 07-04-2022
Accepted: 12-06-2022

ড. জ্যোতির্ময় রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, (বাংলাবিভাগ), কলিয়াচক বিক্রমকিশোর আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, হেঁড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author:
ড. জ্যোতির্ময় রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, (বাংলাবিভাগ), কলিয়াচক বিক্রমকিশোর আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, হেঁড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা

ড. জ্যোতির্ময় রায়

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল।[1] মহাযানী বৌদ্ধসাহিত্যের কিছু বিশুদ্ধ সংস্কৃতে (Classical Sanskrit) লেখা, আবার কিছু সংস্কৃত ও পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি লোকায়ত ভাষার মিশ্রণে বৌদ্ধ সংস্কৃতে (Buddhistic Sanskrit) লেখা। হীনযানী বৌদ্ধদের সাহিত্য পালিতে লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ পালি'র 'ধম্মপদং'-এর কিছু অংশের অনুবাদ করেছিলেন।[2] বৌদ্ধধর্মের প্রেম-মৈত্রী ও করুণার ভাবগুলি কবিকে আকৃষ্ট করেছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তখন তরুণ বয়স) সমগ্র 'মহাবস্তু-অবদান' সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। তারই উপর নির্ভর করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal" (Cal., 1882) প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংক্ষিপ্তসার বৌদ্ধকাহিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। তার ফলেই তাঁর বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে কবিতা এবং নাটকগুলি রচিত হয়। সমগ্র অবদান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি আখ্যান কবিতা ও নাটক রচনা করে রবীন্দ্রনাথ অতীত ভারতবর্ষের বিস্মৃতপ্রায় যুগটিকে আবার যেন জীবন্ত করে তুলেছেন। অবদান সাহিত্যের সাধারণ কাহিনীগুলি রবীন্দ্র-মনন স্পর্শে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আখ্যান কবিতা ও নাটকগুলি আলোচনা করলে মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগ ও স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে।

(১) অভিসার' (কথা) কবিতাটির মূল 'অবদান-কল্পলতা', রচয়িতা কাশ্মীর কবি ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস। গ্রন্থটির দ্বিসপ্ততিতম অবদানে ('উপগুপ্ত অবদান'[3]) সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনী আছে। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :সুদর্শনা বারাঙ্গনা বাসবদত্তা ময়ুরা নগরে বাস করতো। একদা এক গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, প্রিয়দর্শন যুবা উপগুপ্তকে সে কামনা করে। কিন্তু উপগুপ্ত মধুর ভাষায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। "সম্বৈরমর্থিতো দূত সস্মিতস্তামভাষত। অয়ং নাভিমতঃ কালস্তস্যাঃ সংদর্শনে মম ॥"(বোধি ৭২/৮) এক দিকে অর্থলি। অন্য দিকে কামবৃত্তি এ দুয়ের তাড়নায় বাসবদত্তা তার পূর্ব-প্রণয়ীকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চায়— "নাম্নাকমেতদ্বাণিজ্যং ত্যজ্যতে যদি বিত্তবান। ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নির্মিতাঃ । ইতি সংচিন্ত্য সা মাতুঃ সংমতে দ্রবিণার্থিনী। বরাসবেন ন্যবধীৎসবিষেণ বণিকসুতম্ ।।" (বোধি ৭২।১৬-১৭) কিন্তু ভাগ্যচক্রে বাসবদত্তাকেই বধ্যভূমিতে আনা হয়। রাজকর্মচারিগণ তার হাত-পা, নাক-কান কেটে তার রূপকে বিকৃত করে এবং রক্তাক্ষত অবস্থায় তাকে বধের জন্য ফেলে রাখে। তার এই দুরবস্থা দেখে নগরবাসীরা সকলে তাকে ঘৃণা করতে থাকে। বধ্যভূমিতে তারই একসময়ের দাসী শেয়াল-শকুনের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে বিকৃত দেহা বাসবদত্তাকে রক্ষা করে। বাসবদত্তা শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। তার রূপ এবং সৌভাগ্যের গর্ব এইভাবে ধিক্কৃত হয়।

[1] দ্রঃ বুদ্ধ' প্রবন্ধ, র, র, একাদশ খণ্ড, (পঃ বঃ সঃ সং), পৃঃ ৪৭৮।
[2] দ্রঃ 'রূপান্তর' র, র, পঞ্চদশ খণ্ড (পঃ বঃ সঃ সং), পৃঃ ১৭-২৪।
[3] Avadana-Kalpalata, (2nd Vol.), Edited by Dr. P. L. Vaidya and published by the Mithila Inst., 1959, p. 448.

বাসবদত্তার এই পরিণামের সংবাদে উপগুপ্ত বধ্যভূমিতে উপস্থিত হন। মূমূর্ষু বাসবদত্তা তখনও উপগুপ্তকে প্রলুব্ধ করতে চায়। তখনও তার তীব্র দেহাসক্তি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। "দাস্যা নিবেদিতং দৃষ্ট। তমান্তং শশিদ্যুতিম্ । পূর্বাভিলাষশেষেণ সা লজ্জাকুটিলাভব ॥ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ কেনাপি বাসনাভ্যাসবত্স না। ন কন্যাংচিদবস্থায়াং রাগস্ত্যজতি দেহিনা । জঘনাবরণং কৃত্বা দাস্যা বসনপল্লবম্। সা স্তনন্যস্তহস্তা তং বভাবে বিনতাননা। প্রযত্নেনাপি মহতা নায়াতস্ত্বং ময়ার্থিতঃ। অধুনা মন্দভাগ্যায়াস্তব সংদর্শনেন কিম্ । যদা মমভবত কোহপি ভাগ্যসৌভাগ্যবিভ্রমঃ। ন দর্শনস্য কালোহয়মিত্যুক্তং ভবতা তদা । কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগ্ধা চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে। কালঃ কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনস্য মে ॥" (বোধি ৭২।২৪-২৯) এই নিদারুণ দৃশ্যে ও করুণ কথায় উপগুপ্ত মর্মাহত হন। পরে তিনি দেহ এবং রূপের পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রূপমোহ থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাসবদত্তাকে ভগবান তথাগতের শরণ নিতে উপদেশ দেন—"বিস্যন্দিনি দুরামোদে বিকৃতচ্ছিদ্রসংকুলে। অহো মোহান্মনুষ্যাণাং কায়েহপি প্রিয়ভাবনা ।। সাপায়ঃ কায়পর্যায়মায়াবিষয়সংশ্রয়ঃ । দুঃখস্কন্ধঃ ক্ষয়ং যাতি সুগতোপাসনাদয়ম্।।" (বোধি ৭২/৩৪ -৩৫)

উপগুপ্তের উপদেশ বাক্য শুনে বাসবদত্তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সে বৌদ্ধ ত্রি-রত্নের শরণ নেয় এবং কালে দেহত্যাগ করে। তখন মথুরবাসিগণ তার পুণ্যদেহের স কার করে। (বোধি ৭২/৩৮) রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই কাহিনীটির যে বিবরণ দিয়েছেন প্রসঙ্গত সেটিও উল্লেখযোগ্য—

> Upagupta was intended by his his father, Gupta of Mathura "to be a disciple of Sonavasi. Upagupta had deep reverence for Sonavasi. Vasavadatta, a prostitute, finding Upagupta very handsome, desired him to call at hers. Upagupta said, "This is not the proper time for going to a prostitute; I shall call at the proper time." Sometime after this, Vasavadatta poisoned one of her paramours at the instigation of another. She was sentenced to be killed with torture. The executioner cut her nose, her ears, her hair and took away her clothes. Upagupta, thinking that to be a proper time for seeing a prostitute, appeared before Vasavadatta, and instructed her in his faith, which gave her great consolation. Upagupta became an Arhat; he conquered Kama and commanded him to exhibit Suzata's beauty. Kama transformed himself into Sugata, assuming a brilliant form with large eyes shut in meditation, and still eyebrows. Upagupta converted eighteen laksot the people of Mathura." [4]

'দিব্যাবদান' (প্রাচীন মিশ্র বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত) গ্রন্থের 'প্রাংশুপ্রদানাবদান' (ষড়বিংশতি অবদান) অংশেও উপগুপ্ত কর্তৃক বাসবদত্ত-উদ্ধারের বিস্তারিত কাহিনী আছে। দিব্যাবদান' গ্রন্থখানি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ই.বি.কাউয়েল (E. B. Cowell) এবং আর. এ. নীল (R. A. Neil)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[5] রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে 'অভিসার' কবিতার শিরোনামের নীচে কবি নিজেই যখন 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার উল্লেখ করেছেন তখন কোনো না কোনোভাবে ঐ গ্রন্থটির মূল অথবা অনুবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ধরে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে 'দিব্যাবদান'-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রশ্নটি গৌণ হয়ে পড়ে।

'অভিসার কবিতায় মূল কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ আছে। তবুও কাহিনীটিকে আরও উপভোগ্য (হৃদয়-সংবেদ্য) করার জন্য অনেকস্থলে মূলের থেকে বিচ্যুতি দেখা যায়। কাহিনীটির উপস্থাপনাতেই এই বিচ্যুতি চোখে পড়ে। মূল কাহিনীর উপগুপ্ত একজন গন্ধবণিক; 'অভিসার কবিতায় উপগুপ্ত গোড়া থেকেই সন্ন্যাসী, ভগবান বুদ্ধের উপাসক। উপগুপ্ত 'মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে' নিদ্রিত আছেন। এদিকে নগরীর নটী বাসবদত্তা নূপুরশিঞ্জিতপদে চলেছে অভিসারে। হঠা তার পা গিয়ে বাজলো সন্ন্যাসীর বুকে। চমকে থমকে দাড়ালো বাসবদত্তা। তারপর —

> "প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
> নবীন গৌরকান্তি,
> সৌম্যসহাস তরুণ বয়ান,
> করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
> শুভ্র ললাটে ইন্দুসমান
> ভাতিছে স্নিগ্ধশান্তি।"

মূলে কাহিনীর এই আকস্মিকতাটুকু রক্ষিত হয় নি। মূলে দুতীর মাধ্যমে বাসবদত্তা উপগুপ্তকে প্রণয় নিবেদন করেছে। "অভিসার" কবিতায় শ্রাবণনিশীথে অভিসারিকা বাসবদত্তা নিজেই সন্ন্যাসীকে তার প্রেমের ভাব ব্যক্ত করেছে ইঙ্গিতে, আভাসে—

> "কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
> নয়নে জড়িত লজ্জা,
> ক্ষমা করে মোরে কুমার কিশোর,
> দয়া করে যদি গৃহে চল মোর,
> এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
> এ নহে তোমার শয্যা।"

মূলের কামবৃত্তিচারিণী বাসবদত্তার নির্লজ্জ, ঘৃণ্য চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমাসৌন্দর্যে ঢেকে দিয়েছেন। ললিতভাষা-প্রয়োগের চাতুর্যে মূলের দেহবিলাসিনীর কামনার তীব্রতা 'অভিসার কবিতায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। পরন্তু কবিতাটির সর্বত্র একটি নির্মল কারুণ্য মাখানো আছে।

আবার একটি আকস্মিক মুহূর্তে উপগুপ্ত বাসবদত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রূপগর্বিত নগর-নটীর সর্বাঙ্গ তখন নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে। নগর-প্রজারা তার বিষাক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য নগরের বাইরে তাকে নিঃসঙ্গ ফেলে গেছে। সেদিন চৈত্রসন্ধ্যা। পুরবাসিগণ ফুলউসবে মেতেছে। শূন্য নগরে নির্জন পথে জ্যো স্নালোকে একা চলেছেন সন্ন্যাসী। হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে উঠলেন তিনি —

[4] 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal 1882, p. 62

[5] দ্রঃ 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ অভিসার কবিতার উস সন্ধানে' (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫), শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৫৫।

"আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী পড়ে একধারে
তাঁহার চরনোপান্তে।"

মূলের বণিক উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে সুগতোপাসনার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বাসবদত্তার পরিচর্যা করে সেবা ও কল্যাণব্রতের আধার হয়েছেন। মূলে বাসবদত্তার অভিসারের কোনো কথাই নেই। রবীন্দ্রনাথের বাসবদত্তা অভিসারিকা, প্রেমিকা। সন্ন্যাসী উপগুপ্তও তেমনি দয়াবান প্রেমিক। উপগুপ্তের প্রেম ইন্দ্রিয়ধর্ম-বর্জিত। মহাযান ধর্মানুগ প্রেম-মৈত্রী-করুণার আধার তিনি। তাঁর অভিসার দেহের দেউলে নয়, ঐ প্রেম-মৈত্রী-করুণার অমৃত পথে—দুঃখ থেকে নির্বাণের পথে। তাই দুঃখের দিনেই তিনি বাসবদত্তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন—

"ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়,
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।"

২। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' (কথা) কবিতাটির শিরোনামে 'অবদানশতক' এবং বুদ্ধশিষ্য 'অনাথপিণ্ডদ'—এদের উল্লেখ আছে। মূল অবদানশতকের পঞ্চপঞ্চাশ অবদানে (বস্ত্রম্) ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদের ভিক্ষা সংগ্রহের কাহিনী আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদে কাহিনীটির যে পরিচয় দেওয়া আছে সেটি এইরূপ—

"Anathapindada obtained permission from the king to solicit alms for the Lord, for the benefit of the whole population of the city. On an elephant rode the patriarch, receiving metallic vessels, bracelets and other ornaments as alms from his neighbours. A poor woman, who had an only cloth, threw it over the elephant from behind a hedge. The beggar knew instantly what the matter was, and bestowed on her rich presents. She went to the Lord and received the knowledge of truth from him."[6]

মূল কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' (কথা) কবিতাটির যোগ সামান্যই। কিন্তু কল্পনা ও প্রকাশ-সৌষ্ঠবের মৌলিকতায় এটিকে সম্পূর্ণ নতুন একটি কবিতা বলে মনে হয়। মূল বিষয়টি অক্ষুন্ন আছে, তবে কাহিনীভাগে বৈচিত্র্য এসেছে। মূলের ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদ রাজ-অনুমোদন নিয়ে সর্বমানবের কল্যাণের জন্য ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। নানা ধন-রত্নে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি ভরে উঠেছিল। ("তত্র যাং যন্মাত্রো বিভবস্তে তন্মাত্রং দাতুং প্রবৃত্তাঃ। কেচিদ্ধারং প্রযচ্ছন্তি, কেচিত্তুটকম, কেচিক্তেয়ূরম, কেচিজ্জাত-রূপমালাম, কেচিদঙ্গুলিমুদ্রা, কেচিন্মুক্তাহারম, কেচিদ্ধিরণ্যম, কেচিদনুশঃ কার্যাপণম । গৃহপতিরপি পুরানুগ্রহার্থং প্রতিগৃহ্নাতি।")[7] রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদের ভিক্ষাচরণে ঝুলি ভরে উঠলেও মন ভরে নি । কারণ তখনও অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠদান পান নি। শুধু শ্রদ্ধার দান হলেই তা হল না, জীবনের সর্বস্ব দিয়ে, শেষ সম্বলটুকু বিসর্জন দিয়ে যে দান, তাই হলো শ্রেষ্ঠ দান। মূলের অনাথপিণ্ডদ দীন রমণীর কাছ থেকে চীরবস্ত্রখানি পেয়ে তাকেই প্রভুর যোগ্য দান বলে মনে করেন নি, বরঞ্চ তার দারিদ্র্যে ব্যথিত হয়ে তাকে নানা রত্নদান করেছেন। পরে ভগবান বুদ্ধ সেই রমণীকে সত্যজ্ঞানের পরশ দিয়ে ধন্য করেছেন। (অথ ভগবান্ পটকপ্রদায়িকায়া দেবকন্যায়া আশয়ানুশয়ং ধাতুং প্রকৃতিং চ জ্ঞাত্বা তাদৃশীং চতুরার্যসত্যসংপ্রতিবেধিকীং ধর্মদেশনাং কৃতবান্, যাং শ্রুত্বা পটকপ্রদায়িকায়া দেবকন্যায় বিংশতিশিখরসমুদগতং সত কায়দৃষ্টিশৈলং জ্ঞানবজ্রেণ ভিত্বা স্রোতআপত্তিফলং সাক্ষাত কৃতম্ ॥")[8]

রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদ সত্যিকারের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পুরবাসীদের কাছ থেকে গরিমার দান তিনি গ্রহণ করেন নি, ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের যোগ্য যা শ্রেষ্ঠদান শুধু তাই ভিক্ষা করেছেন। ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়, যে দান স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের দান, শুধু তাকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন—

"ওগো পৌরজন করো অবধান
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহে তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট
আননে।"

এতে সন্ন্যাসী মনে তৃপ্তি পেলেন না। যোগ্যতম অর্ঘ্যের আশায় মহানগরী ছেড়ে তিনি গিয়েছেন অদূরবর্তী কাননে। তাঁর মনের মতো দান মিলেছে সেইখানে—এক দরিদ্র রমণীর কাছে যে তার একমাত্র জীর্ণ পরিধেয়টি দান করেছে —

"অরণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

কবিতাটির শেষ কয়পংক্তিতে অনাথপিণ্ডদ রমণীকে যে সমস্ত কথা বলেছেন তার সঙ্গে মূলের কোনো যোগ নেই, তবে চমকৃতি আছে—

'ভিক্ষু উর্ধ্ব' ভুজে করে জয়নাদ—
কহে, 'ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ নখর
আলোকে।"

[6] Avadana-Sataka, story IV, 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal', 1882, Ed. by Rajendralal Mitra, p. 33
[7] Avadana-Sataka, Buddhist Sanskrit Texts No. 19, Edited by Dr. P. L. Vaidya, Published by the Mithila Institute, 1958, pp. 168-169
[8] তদেব, পৃঃ ১৬৯।

এইরূপ ঘটনা বাস্তবে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হলেও তাকে ভাবসত্য বা কাব্যজগতের সত্য বলে মনে করতে বাধা নেই। শেষের পংক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবসত্যেরই জয়গান করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

1. রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭২), ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
2. রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ (অক্টোবর, ১৯৬৪), সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।
3. রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয় (পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২), শচীন সেন ।
4. রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা, ১৩৬৭), সজনীকান্ত দাশ
5. রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর (আষাঢ়, ১৩৫৩), প্রমথনাথ বিশী ।
6. রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা (৪র্থ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭২), উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
7. রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ (প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৬৮), অজয়কুমার রায়।
8. রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থ সংস্করণ, ১লা আষাঢ়, ১৩৫৯), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
9. রবীন্দ্রনাথ (কলিকাতা ইষ্টলাইট বুক হাউস, ১৩৬৮), দেবীপদ ভট্টাচার্য
10. রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮।
11. রবীন্দ্রমানস (দ্বিতীয় প্রকাশ, নববর্ষ, ১৩৬৭), অরবিন্দ পোদ্দার।
12. রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে (প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬), শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।
13. The Religion of Man (Printed in Great Britain, Second Impression), Rabindranath Tagore, 1963.